2013
৭ ৭

শাবি'তে সমন্বিত ভর্তি প্রক্রিয়া বহাল

ড. জাফর ইকবাল ও তার স্ত্রীর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার

সিলেট ব্যুরো

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে অবশেষে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বিত ভর্তি প্রক্রিয়া বহাল করা হয়েছে। বুধবার শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত জরুরি একাডেমিক কাউন্সিলে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। একাডেমিক কাউন্সিল এই সিদ্ধান্ত নেয়ার পর অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও তার স্ত্রী অধ্যাপক ড. ইয়াসমিন হক তাদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সুলতানা কামাল, শিক্ষামন্ত্রী, শাবির একাডেমিক কাউন্সিল, ভিসি, শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সর্বোচ্চ মহলের দাবির মুখে তারা পদত্যাগের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন বলে এক লিখিত বক্তব্যে জানিয়েছেন। সচেতন সিলেটবাসী, সিলেটের স্বার্থ উন্নয়ন, জাসদ, বাসদসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের স্মারকলিপি ও অব্যাহত চাপের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়। মঙ্গলবার জরুরি একাডেমিক কাউন্সিলের সভা আহ্বান করে ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত এবং সমন্বিত ভর্তি প্রক্রিয়া বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়া হলে অধ্যাপক জাফর ইকবাল ও অধ্যাপক ইয়াসমিন হক এর প্রতিবাদে শাবি থেকে পদত্যাগ করেন। সমন্বিত ভর্তি প্রক্রিয়া বাতিল ও জাফর ইকবালের পদত্যাগের খবর পেয়ে শিক্ষার্থীরা ওই দিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত বিক্ষোভ, অবস্থান ও ভিসি বাংলো ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে। তাদের দাবির প্রেক্ষিতে ভিসি আবারও জরুরি একাডেমিক কাউন্সিলের সভা আহ্বান করেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাডেমিক কাউন্সিল সদস্য অধ্যাপক ড. কবির হোসেন ও অধ্যাপক ড. এসএম সাইফুল ইসলাম কাউন্সিলের সমন্বিত ভর্তি প্রক্রিয়া বহাল রাখার সিদ্ধান্তের কথা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের অবহিত করেন। পরে অধ্যাপক ড. জাফর ইকবাল ও অধ্যাপক ড. ইয়াসমিন হক আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে এসে তাদের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা দেন। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আমিনুল হক ভূঁইয়া সমন্বিত ভর্তি পদ্ধতিতেই পরীক্ষা হবে এমন ঘোষণা দিলে শিক্ষার্থীরা আনন্দ উল্লাস করে। উল্লেখ্য, যশোর ও শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার উদ্যোগ নেয়। ৩০ নভেম্বর অভিন্ন প্রশ্নপত্রে ভর্তি পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল।